জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - ডিসেম্বর ২০০৯/০৪

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে মহাসচিবের বৈঠক
* ফিলিপাইন: অগ্নুৎপাতের ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে আসা ৫০,০০০ মানুষের জন্য জাতিসংঘের খাদ্য সাহায্য প্রদান
* ২০১১ সালের আগে এইচ১এন১-এর বিপদ কাটতে নাও পারে বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রধানের হুঁশিয়ারি
* নেপাল: সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তার পদোন্নতির ব্যাপারে মানবাধিকার কর্মকর্তার উদ্বেগ প্রকাশ

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে মহাসচিবের বৈঠক

৩০ ডিসেম্বর- কোপেনহেগেনে ঐতিহাসিক জাতিসংঘ সম্মেলনের পর পরই মহাসচিব বান কি-মুন বহুসংখ্যক বিশ্ব নেতার সাথে কথা বলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি রাজনৈতিক চুক্তি সম্পন্ন হবার মধ্য দিয়ে সম্প্রতি এ সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

সম্মেলন শেষ হবার পর দু' সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে বান কি মুন চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইথুপিয়া, মালদ্বীপ, গ্রানাডা, ফ্রান্স, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া ও আরো অন্যান্য দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করেন।

যেসব দেশ মনে করছিল তারা আলোচনার অংশবিশেষ থেকে বাদ পড়েছে তাদের আশ্বস্ত করতে আলোচনার শেষ মুহূর্তে মহাসচিব বান কি-মুন হস্তক্ষেপ করায় ১৯ ডিসেম্বর ডেনমার্কের রাজধানীতে কোপেনহেগেন চুক্তি প্রণীত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে অনতিবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ ও দীর্ঘ মেয়াদী পদক্ষেপের জন্য আলোচনাকে সঠিক পথে এগিয়ে নেয়াই এর উদ্দেশ্য। বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে হ্রাস করা, গ্রিন হাউজ গ্যাসের নিগর্মণ হ্রাস বা সীমিত করার প্রচেষ্টা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতিও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যদিও আমি সন্তুষ্ট যে আমরা শেষ পর্যন্ত একটি চুক্তিতে উপনীত হতে পেরেছি, কিন্তু আমি জানি অনেকেই যতটা আশা করেছিল কোপেনহেগেন চুক্তিসহ কোপেনহেগেন সম্মেলনের ফলাফল ততখানি সুফল বয়ে আনবে না। ডেনমার্ক থেকে ফিরে আসার পর জনাব বান সাংবাদিকদের একথা বলেন।

কোপেনহেগেনে দুই সপ্তাহব্যাপী চলা জাতিসংঘ সম্মেলনে ১০০ জনেরও বেশি সরকার ও রাষ্ট্র প্রধান অংশগ্রহণ করেন। স্বচ্ছতা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মতবিরোধের কারণে বিভিন্ন সময় আলোচনা বিঘ্নিত হয়েছে।

জনাব বান বলেন নেতৃবৃন্দ উদ্দেশ্যের ব্যাপারে একমত থাকলেও পদক্ষেপের বিষয়ে একমত ছিল না। আগামী বছর যাতে তারা একটি বাধ্যবাধকতামুলক চুক্তিতে উপনীত হতে পারে সেজন্য বান কি-মুন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

এসব কিছুর পরও, তিনি বলেন, এ আলোচনা একটি সুচনার - এক অপরিহার্য সুচনার প্রকাশ ঘটায়। যদি রাষ্ট্রসমূহ কোপেনহেগেনে চুক্তিতে উপপনীত হতে না পারত তাহলে দরিদ্রদেশগুলোকে যে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা আর অনতিবিলম্বে কার্যকর হত না।

ফিলিপাইন: অগ্নুৎপাতের ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে আসা ৫০,০০০ মানুষের জন্য জাতিসংঘের খাদ্য সাহায্য প্রদান

৩০ ডিসেম্বর– ফিলিপাইনের উত্তরাঞ্চলীয় দ্বীপ লুজনের মাউন্ট মেয়ন আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় ওই অঞ্চলের প্রায় ৫০,০০০ মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এসব দুর্গত মানুষদের সাহায্যার্থে জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য সংস্থা প্রায় ২০ মেট্রিকটন হাই এনার্জি বিস্কুট পাঠিয়েছে।

স্কুল ও বিভিন্ন সরকারি ভবনে স্থাপিত অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে আশ্রয় নেয়া শরনার্থীরা ভিটামিন ও শক্তি সমৃদ্ধ এসব বিস্কুট খাবে।

মেয়ন পর্বতে ভূমিকম্প ও কালো ধোঁয়া দেখা দেয়ায় সেখানে অগ্নুৎপাতের আশু সম্ভাবনা দেখা দেয়। মাত্র কয়েক মাস আগে ফিলিপাইনের ওপর টাইফুন আঘাত হানলে ২০০-এরও বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে ও হাজার হাজার মানুষ বন্যায় পানিবন্দী হয়ে পড়ে। বাস্তুচ্যুত মানুষদের চাল ও হাই এনার্জি বিস্কুট সরবরাহ করে ডাবি-উএফপি ওই দুর্যোগের সময় সরকারকে সাহায্য করে।

লেগাজপি শহরে নৌবাহিনীর ঘাঁটির কাছে ত্রাণ সামগ্রী গুদামজাত করার জন্য একটি অস্থায়ী গুদাম স্থাপণ করা হয়েছে। ওই এলাকার আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে বাড়তি তাবু স্থাপণ ও পায়খানা, পানি ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার ও আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলো কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা জানায়, ডাবি-উএফপি-এর সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে ফিলিপাইনের সরকার ও জনগণ অগ্নুৎপাতের মোকাবেলায় আগের যেকোন সময়ের চেয়ে এখন ভালোভাবে প্রস্তুত রয়েছে।

২০১১ সালের আগে এইচ১এন১-এর বিপদ কাটতে নাও পারে বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রধানের হুঁশিয়ারি

২৯ ডিসেম্বর– বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) প্রধান বলেন, এইচ১এন১- সংক্রমনের প্রভাব তীব্র না হওয়াটা সম্ভবত এ দশকের "স্বাস্থ্য বিষয়ক সবচেয়ে ভালো খবর।" তবে তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন এ বছর বিশেষত দক্ষিণ গোলার্ধে অধিকসংখ্যক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। আর তাই স্বাস্থ্য ঝুঁকি আর নেই এ কথা বলার সময় এখনও আসেনি।

জেনেভায় এক বর্ষশেষ সংবাদ সম্মেলনে হু-এর মহাপরিচালক মার্গারেট চ্যান সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, সারা বিশ্বে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারির পরিসমাপ্তি ঘটেছে একথা বলার সময় এখনও আসেনি।

তিনি আরো বলেন এটা কোন মহামারি ছিল না এমন অভিযোগের কোনই সুযোগ নেই। আমরা দেখেছি লক্ষ লক্ষ মানুষ এ নতুন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে; তবে আমাদের ভাগ্য ভালো যে তাদের অনেকেই আবার সুস্থ হয়ে উঠেছে।

মিজ চ্যান বলেন হু ও এর সদস্য রাষ্ট্রদের জন্য আরো এক বছর এ মহামারির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করাটা বিচক্ষণতার কাজ হবে।

স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এপ্রিলে এ রোগ সংক্রমণের পর প্রায় ৬ হাজার মানুষ এতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। অন্যদিকে প্রতি বছর সাধারণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ মারা যায়। গর্ভবতী নারী, দুই বছরের কম বয়সী শিশু এবং শ্বাসকষ্টে ভুগছে এমন লোকেরাই বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছে।

হু-এর প্রধান বলেন, বর্তমানের দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থায় যেখানে বিশ্বের অনেক মানুষ দীর্ঘস্থায়ী রোগব্যাধিতে ভুগছে, সেখানে মাঝারির পরিবর্তে মারাত্মক আকারে মহামারি দেখা দিলে তা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিপর্যয় বয়ে আনতে পারত। গতদশ বছরে সারা বিশ্ব সম্মিলিতভাবে যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তা থেমে গিয়ে বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে পারত।

তিনি আরো বলেন সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ও ডাবি-উএইচও-এর অংশীদারেরা গত দশকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে নিয়মিত কিন্তু নাজুক অগ্রগতি অর্জন করেছে। তাদেরকে অবশ্যই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে এবং যে যে ক্ষেত্রে তাদের ঘাটতি রয়েছে তা পুরণ করতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

পরবর্তী বছরের অগ্রাধিকার সমুহের মধ্যে মিজ বান ২০১৫ সালের মধ্যে বিশেষত মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসসহ আটটি দারিদ্র বিমোচনের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য অর্জন তথা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমুহ (এমডিজি) অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখার কথা বলেন।

তিনি দুবর্ল ও অপর্যাপ্ত তহবিল প্রাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাকে এ লক্ষ্য অর্জনের পথে সম্ভাব্য বাধা হিসেবে উলে-খ করেন। স্বাস্থ্য খাতের সরাসরি নিয়ন্ত্রনের বাইরের নীতিমালা থেকে সৃষ্ট ঝুঁকি সম্পর্কেও তিনি সতর্ক করে দেন। যেমন আর্থিক বা কৃষি খাতের নীতিমালার কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি।

ইতিবাচক দিকের কথা উলে-খ করে তিনি নতুন দক্ষিন-দক্ষিণ ও উত্তর-দক্ষিণ সহযোগিতার কথা বলেন। যার ফলে বিশেষত দরিদ্র জনগণের রোগব্যধির জন্য অতি প্রয়োজনীয় টিকা ও ওষুধের ওপর গবেষনা ও তা তৈরি সম্ভব হয়েছে।

নেপাল: সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তার পদোন্নতির ব্যাপারে মানবাধিকার কর্মকর্তার উদ্বেগ প্রকাশ

২৫ ডিসেম্বর- নেপালের সামরিক বাহিনীতে মানবাধিকার লংঘনের সাথে জড়িত একজন জেনারেলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসেবে পদোন্নতি লাভের বিষয়ে নেপালে কর্মরত জাতিসংঘের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তীব্র আপত্তি জানিয়েছে।

নেপালে মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের দপ্তর (ওএইচসিএইচআর) মেজর জেনারেল তোরান জাং বাহাদুর সিং-এর লেফটেনেন্ট জেনারেল পদে পদোন্নতির বিরুদ্ধে ব্যাপক বিরোধিতার খবর জানায়।

মহারাজগঞ্জ ব্যারাকে যেসব অত্যাচার, বিনা বিচারে আটক ও নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটে ওএইচসিএইচআর ২০০৬ সালে তার ওপর একটি তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ২০০৩-০৪ সালে সরকারি বাহিনী ও মাওবাদী বিদ্রোহীদের মধ্যে সংঘাত চলাকালে এই ব্যারাক মেজর জেনারেল সিংয়ের বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয় মেজর জেনারেল সিং ”এসব ঘটনা সম্পর্কে জানতেন বা তার জানা উচিত ছিল।” প্রতিবেদনে যারা প্রত্যক্ষ বা নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে এসব মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদেরকে চাকুরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সুপারিশ করা হয়।

ওএইচসিএইচআর-এর নেপাল প্রতিনিধি রিচার্ড বেনেট বলেন, ২০০৩ ও ২০০৪ সালে জেনারেল সিংয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ১০ম ব্রিগেডের সৈন্যদের দ্বারা যেসব মানবাধিকারের ঘটনা ঘটেছে তার পুর্ণাঙ্গ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্তের পুর্বে তাদের কোন পদন্নোতি প্রদান করা উচিত নয়।

জনাব বেনেট আরো বলেন এটি দেশ ও দেশের বাইরে নেপালের সামরিক বাহিনীর সম্মান খর্ব না করে বরং বৃদ্ধি করবে।

** ** **